দ্বিতীয় শিফট কতটা বাস্তবসম্মত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন শিফট চালু করতে চাইছে। এটা বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে কতটা বাস্তবসম্মত সেটা চিন্তার বিষয়। কর্তৃপক্ষ বিশ্বব্যাংকের প্রস্তাবিত 'শিক্ষা পুনর্গঠন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েই এ পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে। তবে বিশ্বব্যাংক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য দুটি বিকল্প প্রস্তাব করেছে। প্রথমটি হচ্ছে, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি এ প্রস্তাবের আওতায় এককালীন ৩০০ কোটি টাকা এবং প্রতি বছর ৩০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, বর্তমান অবকাঠামোগত ও শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় শিফট চালুর প্রস্তাব, আমাদের ঢাবি কর্তৃপক্ষ এটিকে (দ্বিতীয়টিকে) কাজে লাগাতে চাচ্ছেন। তারা চাচ্ছেন- শিক্ষক সংখ্যা ঠিক থাকবে, ছাত্রদের অর্থায়নে তারা এটি পরিচালনা করবেন, এতে ভর্তি হতে একজন ছাত্রের প্রয়োজন হবে লক্ষাধিক টাকা, মাসিক বেতন দিতে হবে সাড়ে তিন হাজার টাকা। ক্লাস শুরু হবে সাড়ে ৩টায় এবং শেষ হবে রাত সাড়ে ১১টায়। একটি সেকশনে ছাত্রছাত্রী থাকবেন ন্যূনতম ৩০-৪০ জন। এখন প্রশ্ন হল- যে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান ছাত্রছাত্রীদেরই নিয়মিত পরীক্ষা ও ক্লাস নিতে পারে না। ২০০০ সালের ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হয় ২০০১ সালে, যেখানে পরীক্ষার আগে এক সপ্তাহে টিউটোরিয়াল সব ক্লাস নিতে হয় সে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও নতুন শিফট চালু করলে সেশনজটের অবস্থাটা হবে কি? তারপরে প্রস্তাবে বলা হয়েছে রাত সাড়ে এগারটায় ক্লাস শেষ হবে তখন যেহেতু তারা অনাবাসিক তারা যাবে কই? আর যখন বাসায় ফিরতে তাদের রাত বারটা বেজে যাবে তখন ওই মেয়েদের কি কর্তৃপক্ষ সিকিউরিটি দিতে পারবেন? যে ক্যাম্পাসে নারী লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটে, সেখানে এটা কি সম্ভব? যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামমাত্র টাকায় গরিব কৃষকের ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে, সেখানে লক্ষাধিক টাকায় ভর্তি এবং মাসিক ৩৫০০ টাকা বেতন দিয়ে পড়বে কারা, তারা নিশ্চয়ই ধনীর দুলাল। কাজেই তারা তো নর্থসাউথে গেলেই পারেন। কেননা এ বিশ্ববিদ্যালয় মেধাবীদের ঠিকই কিন্তু গরিব মেধাবীদের। আর বর্তমান প্রস্তাব গ্রহণ করা হলেই এখানে দুই ধরনের ছাত্র থাকবে, এবং শিক্ষা নীতিও হবে দুই ধরনের। কাজেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এটি কখনোই কাম্য নয়। অতএব, সংশ্লিষ্ট মহল একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করুন সেই প্রত্যাশা আমাদের সবার। কেননা আমরা কখনই উচ্চ শিক্ষার বিপক্ষে নই।

ফজলুল হালিম (রানা), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পুঁজিবাদী শিক্ষা

এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হতো। সবাই এখানে পড়ার স্বপ্ন দেখে। আর এই অনুভূতিকে পুঁজি করেই ঢা.বি. কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় শিফট চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রাইভেট ভার্সিটির মতো এর সব ব্যয়ভার ছাত্রদের বহন করতে হবে। ক্লাস হবে বিকাল থেকে রাত অবধি।

প্রাইভেট ভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে মেধার চেয়ে টাকার কদর বেশি। ঢা.বি.র দ্বিতীয় শিফটও ঠিক তাই হবে। টাকা এবং লবিংয়ের জোর যাদের থাকবে তারাই শুধু ঢা.বি.র দ্বিতীয় শিফটে পড়তে পারবে। যে শিক্ষকরা বিকালের শিফটে ক্লাস নেবেন তারা প্রথম শিফটের মেধাবী ছাত্রদের জন্য কতটা শ্রম দিতে পারবেন- তা প্রশ্নসাপেক্ষ। যারা অনেক পরিশ্রম করে এবং নিজ মেধার যোগ্যতাবলে ঢা.বি.তে ভর্তি হয় তাদের স্বার্থে দ্বিতীয় শিফট চালুর এই ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত বন্ধ করা উচিত।

ফরিদ ফেরদৌস
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

APR 05 2002